

মুখ্যমন্ত্রীর নামে গালিগালাজ করার প্রতিবাদে বাগদায় আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাগদায়: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নামে গালিগালাজের প্রতিবাদ করায় তৃণমূল কর্মীকে মারধর করার অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদায় থানার রথঘাট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী স্বপন কুমার নাথ তার নিজের মুদি দোকানে বসে ছিলেন। সেই সময় এলাকার এক বিজেপি কর্মী মদ্যপ অবস্থায় দলবল নিয়ে তার দোকানের সামনে আসে। এরপর স্বপন কুমার নাথের

সামনে দাঁড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নামে গালিগালাজ করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার প্রতিবাদ করেন স্বপন নাথ। এই নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে তীব্র বাদানুবাদ ও বচসা তৈরি হয়। অভিযোগ, বচসার এক পর্যায়ে ওই কর্মী প্রদীপ পাত্র ও তার দলবল লাঠি ও লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে স্বপন নাথকে। এরপর এলাকার বাসিন্দারা ছুটে এলে পালিয়ে যায় তারা। এদিন রাতেই তৃণমূল কর্মী স্বপন কুমার নাথকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয় বনগী হাসপাতালে।

সুডোকু মেলাও বুদ্ধি বাড়ায়

9	2	5	8	4
		2	5	
5	4			6
6		4	9	7
4	5		2	8
	7	6	3	
7				2
	3		5	
9	5	1	4	7

5	2	7	8	1	4	3	6	9
6	8	3	9	5	2	7	1	4
4	1	9	3	7	6	5	2	8
3	6	4	1	9	7	8	5	2
9	5	2	4	8	3	1	7	6
8	7	1	2	6	5	9	4	3
1	9	6	7	2	8	4	3	5
2	4	8	5	3	1	6	9	7
7	3	5	6	4	9	2	8	1

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

পাশা সোনা (১০ গ্রাম):	২৯.০৪৫
গহনা সোনা (১০ গ্রাম):	২৭.৫৫৫
হরমাক্ষরনা:	২৭.৯৭০
(২২ কার্টে ১০ গ্রাম):	
রূপের শাট (প্রতি কেজি):	৩৯.৭০০
খুচরো রূপে (প্রতি কেজি):	৩৯.৮০০

শব্দলিপি- ১২২৬

১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬

পাশাপাশি ১। নারী ৫। গল্পের প্রধান পুরুষ চরিত্র ৬। নই মামার থেকে যা ভাগে ৭। গলাবাহন ৮। সরোবর ১০। লেখক ১২। কাক ১৩। আলতা উপরনীচ ১। বাসনা ২। নীল রঙে রঞ্জিত ৩। ভাজা ডাল বাদাম সহযোগে মুখরোচক খাদ্যবিশেষ ৪। রেযারিবি ৬। শরীর, মন ও কথায় ৮। পছন্দের ন্যায় হাত ৯। সাজগোজ ১১। মহামারী সমাধান ১২। আচারবিচার ৪। সনো ৫। দমকল ৭। নারিক ৮। নয়ান ১০। আলোচনা ১২। হলকা ১০। বরাহনন্দন উপরনীচ ১। আনাচকানাচ ২। রস ৩। রসুল ৪। সর্জন ৬। মলনমোহন ৯। নলিকা ১০। আরব ১১। নাদন

ব্রাজিলকে নিয়ে মেতেছে হাওড়ার আট থেকে আশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: ২০১৮ বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রথম খেলতে নামল পাঁচবছরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। খেলা চলে একেবারে রাতের অনেকা সময়ে পর্যন্ত। ব্রাজিল মুখোমুখি হয়েছিল সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে। কিন্তু তার আগে রবিবার সকাল থেকেই উম্মাদনার পারদ তুলে হাওড়ায়, হাওড়ার আট থেকে আশি সব বয়সের ছেলেমেয়েরাই ব্রাজিলের খেলা দেখার জন্য পাগল। ইতিমধ্যেই আর্জেন্টিনা প্রথম ডু করা ব্রাজিল সমর্থকদের বুক উঁচু হয়ে গিয়েছে। হাওড়ার বিশ্বকাপ-পাগল পাড়া বলতে বোঝায় জগাছার জিআইপি কলোনিকে। সেই জিআইপি কলোনির খাড়া গভর্নমেন্ট কলোনিতে রবিবার সকাল থেকেই সাজে সাজে রব। ইতিমধ্যেই গোটা রাস্তা ব্রাজিলের পতাকায় ভরে গিয়েছে। আছে আর্জেন্টিনার পতাকাও। এমনকি মধ্যরাতে ব্রাজিলের খেলার জন্য সকাল থেকেই ফিফের আয়োজন করেছে ভাস্কর, অনুপম, প্রসেনজিৎ ও অভিজিৎ।



হলে কি হবে, প্রচণ্ড ফুটবলকে ভালবাসি। ফুটবল খেলা দেখতে ভাস্কর, অনুপম, প্রসেনজিৎ ও অভিজিৎ। বাদ যায়নি মেয়েরাও। বেবি আইচি রায়, মিমি ভাস্কর ও লেগে পড়েছে তাদের সঙ্গে। বেবি আইচি জানান, আমি মহিলা

পালন করবনে বলে জানান তিনি। অপর দিকে আর এক ব্রাজিল সমর্থক অনুপম দত্ত জানান, ছোটবেলায় বাবা-দাদুরা বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখত। এখন অত টিভির চল ছিল না। যার বাড়ি টিভি ছিল সেখানেই সবাই ভিডিও করত। সেই থেকে ফুটবলকে ভালবাসি।

সমর্থন করি ব্রাজিল টিমকে। অনুপমবাবু আরও জানান, এদিনের ব্রাজিলের খেলার জন্য আমরা রাতে ফিফ্ট করেছি। আমরা চাই ব্রাজিল চ্যাম্পিয়ন হোক। আমরা সকলে নেইমারের সমর্থক। পাশাপাশি হাওড়া খাড়া গভর্নমেন্ট কলোনির এই

ফুটবল উম্মাদনা শুধু আজকের নয়। পূর্ব পুরুষদের মতো তারাও মেতে উঠেছে বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে। বেবি-মিমিরা এখন ব্রাজিলকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই হাওড়ার চারা বাগানে ব্রাজিলের জন্য তাদের সমর্থকরা যজ্ঞ করেছে।

অষ্টমশ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, অশোকনগর: অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল। গ্রেফতার অভিযুক্ত। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর থানার ভুরকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনডাঙা যশোরপাড়া এলাকায়। নিগূহীতা ছাত্রীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, অষ্টম শ্রেণির ওই নাবালিকা ছাত্রীর মা ও বাবা পেশাগত কারণে বাইরে থাকেন। নাবালিকা ছাত্রী তার ঠাকুমা ও কাকা-কাকিমার কাছে থাকত। শনিবার রাতে মাত্রাতিরিক্ত গরমের কারণে ছাত্রী তার ঘরের দরজা খুলে রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর মাঝ রাতে ছাত্রীর চিৎকার শুনে ছুটে আসেন তার ঠাকুমা ও কাকা-কাকিমা। তাদের সে জানায় রাতের অন্ধকারে বাড়ির পাশে থাকা গাছ বেয়ে পাঁচিল উপরে প্রতিবেশী কৃষ্ণ পাইক তার ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করে। পরে সে চিৎকার করায় পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। রবিবার সকালে ছাত্রীর আত্মীয়রা অশোকনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কৃষ্ণ পাইককে (২৬) গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশি জেরায় অভিযুক্ত স্বীকার করেছে, গাছ বেয়ে পাঁচিল উপরে সে ছাত্রীর ঘরে ঢুকে।



সস্তির বৃষ্টি কলকাতাতে।

ছবি: অরিনজিৎ গাঙ্গুলি

পিতৃ দিবস উপলক্ষে নিঃস্ব পিতাদের উপহার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: হাওড়া কল্যাণপট্টী সার্বজনীন দুগোষ্ঠসব ইয়ুথ ক্লাবের তরফ থেকে রবিবার 'পিতৃদিবস' উপলক্ষে ফুটপাতবাসী এবং স্টেশনে থাকা অসহায় পিতাদের হাতে পুষ্টিকর খাদ্য ও প্রচণ্ড গরমে সুস্থ থাকার জন্য ওই ক্লাবের পক্ষ থেকে জল, ওষুধ, সাবান, পাউডার ইত্যাদি প্রদান করা হয়। হাওড়ার শালিমার স্টেশন, পথপুকুর স্টেশন, রামরাজাতলা স্টেশন, মৌড়িগ্রাম স্টেশনে দেওয়া হয় এই সামগ্রী।

তালাকে রাজি না হওয়ায় স্ত্রীর গলায় বিষ ঢেলে মারার অভিযোগ স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট: তালাকে রাজি না হওয়ার কারণে স্ত্রীকে মারধর করে গলায় বিষ ঢেলে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল স্বামী, শাশুড়ি ও দেওরের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের পিঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের আটকরিয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছয় বছর আগে তালবাসা করে বিয়ে হয় একই গ্রামের রেশমা বিবি ও সালাম গাজির। প্রথমদিকে রেশমার পরিবার এই বিয়ে মেনে না নিলেও পরবর্তীতে এই বিয়ে মেনে নেয় তারা। মেয়ে ও জামাইকে বিয়ের পণ বাবদ মোটরবাইক, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা, সোনার গহনা ও আসবাবপত্র দেওয়া হয় রেশমার বাপের বাড়ি থেকে। কিন্তু তারপরেও রেশমার শ্বশুরবাড়ি থেকে আরও টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হত বলে অভিযোগ। সেইটাকা দিতে না পারার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই রেশমার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হত। এই নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বেশ কয়েকবার গ্রামে সালিশিসভাও বসেছে। কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা হয়নি। গত এক বছর ধরে রেশমা তার আড়াই বছরের পুত্রসন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতেই থাকত। রেশমার স্বামী সালাম গাজি

কর্মসূত্রে মুম্বইতে সেলাইয়ের কাজ করে। জানা যায়, ঈদের আগের দিন সালাম বাড়ি ফিরে রেশমাকে ফোনে বাড়িতে আসতে বলে। রেশমা তার সন্তান ও ভাই নাসিরকে নিয়ে স্বামীর ডাকে শ্বশুরবাড়ি যায়। অভিযোগ, শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতেই স্বামী সালাম

গাজি রেশমাকে তালুক দেওয়ার কথা বলে। যা শুনে তীব্র প্রতিবাদ জানায় রেশমা। তালুক নিতে অস্বীকার করে সে। অভিযোগ, এরপরই রেশমাকে বেধড়ক মারধর করে শ্বশুরবাড়ি থেকে লোকজন। এমনকি আহত রেশমা জল চাইলে

সেই জলের গ্লাসে বিষমিশ্রিয়ে খেতে দেয় তার স্বামী ও শাশুড়ি। এরপর পাড়া প্রতিবেশীদের সহায়তায় রেশমাকে প্রথমে বসিরহাট জেলা হাসপাতাল ও পরে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার রাতে আরজিকর

হাসপাতালে মৃত্যু হয় রেশমার। রেশমার মৃত্যুর খবর এলাকায় আসতেই ফোনে ফেটে পড়েন পাড়া প্রতিবেশীরা। ঘটনার পরই এলাকা হেঁড়ে পালিয়ে যায় রেশমার স্বামী ও শাশুড়ি। তবে দেওর হালিম গাজিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

স্টাফ রিপোর্টার: রবিবার সকালে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বাংলার প্রাক্তন রঞ্জির অধিনায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা।

এদিন সকালে হঠাৎই পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয় তার। এরপর তাকে তড়িৎ ডি স্ট্রলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা লক্ষ্মীকে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, তার কিডনিতে স্টোন হয়েছে। তবে এদিনই তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়নি। এদিকে লক্ষ্মীর অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তে গভীর চিন্তার ছায়া পড়েছে ক্রিকেট মহল থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে। সুবাই প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ক্রীড়ামন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছেন।

অসুস্থ ক্রীড়ামন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা



সভা ও অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ (বলরাম মন্দির) আজ সোমবার আলোচনায়: স্বামী-শিষ্য সংবাদ। পাঠক: অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। সময়: ৭.১৫ মিনিট।

ফুলেশ্বরে কেউটে সাপ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া: একসময় হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় বিঘাত সাপের উপদ্রব ছিল বেশি। তবে এখন অনেক ফাঁকা জায়গায় ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছে। অধিকাংশ বন জঙ্গল এখন কেটে ফেলা হয়েছে। যদিও হাওড়ার সদর এলাকা থেকে হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় এখনও অনেক ফাঁকা জায়গা আছে। আর সেখানে বিঘাত সাপের হুঁসুড়ি মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক সেরকমই রবিবার সকালে হাওড়ার ফুলেশ্বরে কেউটে সাপের পাঁচফুট লম্বা একটি কেউটে সাপ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে একটি খালের ধার থেকে ঝোপের আড়ালে একটি বিঘাত কেউকে সাপ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তারা বন দফতরকে খবর দেন। বন দফতরের লোকজন এসে সেটিকে উদ্ধার করে যথাস্থানে নিয়ে যায়। মূলত হাওড়া সদর এলাকাতে এখন অতটা সাপের উপদ্রব না থাকলেও, হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় মাঝে মাঝেই দেখতে পাওয়া যায় বিঘাত সাপ। এই সাপটি উদ্ধার করার পর এলাকায় ভীতির সঞ্চার হয়েছে। কারণ সকলেই বিশ্বাস করেন এই সাপটির সঙ্গী এখনও ওখানে কোথাও আছে।